ইলমে দ্বীনের ফযীলত

04-May-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللّٰهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দেবেন, “এই ব্যক্তি নিফাক

এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন”। **(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫৬, হাদীস - ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীর প্রতি দয়া হয়ে গেলো **(ঈমান উদ্দীপক ঘটনা)**

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুফতীয়ে মদীনা হযরত মালেক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম দিন যখন হযরত ইমাম হযরত মালেক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে পড়ার জন্য উপস্থিত হই, তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। এরপর বললেন, আল্লাহ! আল্লাহ! হে ইয়াহইয়া ইলমে দ্বীন শেখার জন্য প্রচুর চেষ্টা করো! তোমার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আমি তোমাকে একটি ঘটনা শুনাচ্ছি-একবার

সিরিয়া থেকে তোমারই বয়সের এক যুবক ইলমে দ্বীন শিখতে মদীনাতুল মুনাওয়ারায় আসে, সে আমাদের সাথে পড়তো, ছাত্রাবস্থায় সে মারা যায় আমি সেই যুবকের জানাযার মতো অন্য কারো জানাযা দেখিনি। মদীনাতুল মুনাওয়ারার কোনো আলিম কোন ছাত্র অবশিষ্ট ছিলো না যে, তার জানাযায় আসেনি। সে সময়কার অনেক বড় আলিমে দ্বীন হযরত রবীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার জানাযার নামায পড়ান। এরপর হযরত রবীয়া, হযরত যায়েদ বিন আসলাম, হযরত ইয়াহয়া বিন সাঈদ এবং হযরত ইবনে শিহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (অর্থাৎ, সে সময়কার অনেক বড় বড় ওলামায়ে কিরাম) তাকে কবরে রাখেন। সেই সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থীর মৃত্যুর তৃতীয় দিন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলো, সে দেখলো যে, একজন সুদর্শন যুবক সে সাদা পোশাক পরিধান করেছে মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে রেখেছে এবং একটি সুন্দর ঘোড়ায় বসে আকাশ থেকে নামছে। যে স্বপ্ন দেখছে সেই তার এই পদমর্যাদা দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হে যুবক তুমি এই মর্যাদায় কীভাবে পৌঁছলে? যুবক বললো, আমাকে আমার ইলমে দ্বীন এখানে পৌঁছিয়েছে, ইলমের প্রতিটি অধ্যায় যা আমি শিখেছিলাম, আল্লাহ পাক প্রতিটি অধ্যায়ের বিনিময়ে আমাকে জান্নাতে একটি করে মর্যাদা দান করেছেন। তারপর ইলমে দ্বীনের বরকতে আমি মর্যাদা সমূহ অর্জন করতে থাকি। যদিওবা আমি শিক্ষার্থী ছিলাম, কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে ওলামাদের স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন, আমার সম্মানিত নবীগণের উত্তরাধিকারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করো! নিশ্চয়ই আমি আমার দয়ার জিম্মায় এটা আবশ্যক করে নিয়েছি, যে আলিমে দ্বীন কিংবা ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী হবে-তাদের সবাইকে একই স্তরে রাখা হবে। সে সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থী

বললো, আমিও ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী ছিলাম। অতঃপর, আল্লাহ পাক আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি আমার এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝখানে শুধু দু'টি মর্যাদার দূরত্ব অবশিষ্ট আছে। একটি মর্যাদা যেখানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে অবস্থান করছেন এবং অপর মর্যাদা যেখানে সাহাবায়ে কিরামও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি ঈমান আনায়নকারীগণ অবস্থান করছেন। এই দুটি স্তরের পরের মর্যাদাটি ওলামায়ে কিরাম এবং ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের জন্য। দ্বীনি শিক্ষার্থী আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের ব্যাপারে আরো বললো, আমি যখন ওলামায়ে কিরামদের স্তরে পৌঁছাই, সেখানে অবস্থান করা ওলামায়ে কিরাম খুব ভালো করে আমাকে স্বাগত জানান। এরপর আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেন, হে ওলামার দল! এটা আমার জান্নাত, এটা আমি তোমাদের দান করেছি। এটা আমার সন্তুষ্টি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমাদের দান করবো, তোমরা যার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং তোমরা যার সুপারিশ করবে, আমি তোমাদের সুপারিশ কবুল করবো

আল্লামা ইবনে বাত্তাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা লেখার পর বলেন, এই সমস্ত ফযীলত সমূহ তাদের জন্য যারা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইলমে দ্বীন শিখবে এবং নিজের ইলম অনুযায়ী আমলও করবে। **(শরহে সহীহ বুখারী লিইবনি বাত্তাল। কিতাবুল ইলম।, ১/১৩৪ - ১৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জ্ঞানের (ইলমের) প্রদীপের সাথে হোক আমার ভালোবাসা, ইয়া রব!

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, ঐ সৌভাগ্যবান দ্বীনী শিক্ষার্থীর ইলমে দ্বীনের জন্য ঘর বাড়ি ছাড়ার, অনন্য একনিষ্ঠতা, চেষ্টা ও একাগ্রতার সাথে ইলমে দ্বীন অর্জনে ব্যস্ত থাকার কারণে কতোইনা বরকত নসিব হলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষা করার তৌফিক দান করুক। একটু কল্পনা করুন, এই যুবক কেমন সৌভাগ্যবান ছিল, সে ইলমে দ্বীন শেখার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়েছে, বাবা মা এবং প্রিয় আত্নীয় স্বজনদের বিচ্ছেদ সহ্য করেছে। সিরিয়া থেকে মদীনা তায়্যিবা এসে হাযির হয়েছে। ইলমে দ্বীন অর্জন অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। তার ফলে সে কেমন পুরস্কার পেয়েছে? যুগের সমস্ত বড় বড় ওলামা তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছে। যুগের ইমামগণ তাকে কবরে রেখেছে দয়ার উপর বড় দয়ার বিষয় হলো, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাকে ওলামায়ে কিরামের স্তরে স্থান দান করেছেন। سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ পাক আমাদেরও ইলমে দ্বীন অর্জন করার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা সমূহ বৃদ্ধি করা হয়

পারা ২৪ সূরা মুজাদালাহ আয়াত নং ১১ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা: ২৪, সূরা: মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান হতে অনুবাদ: তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ মর্যাদা সমুন্নত করবেন।

সাহাবীয়ে রাসূল, মুফাসসিরদের শিরোমনি, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, ওলামায়ে কিরাম সাধারণ মু'মিনদের চেয়ে ৭০০ মর্যাদা বেশি সমুন্নত থাকবেন এবং তাদের প্রত্যেক ২ স্তরের মাঝে ৫০০ বছরের দূরত্ব থাকবে। **(কুতুল কুলুব ১/২৪১)**

ইলম হচ্ছে দ্বীনের 'কুতুব (রক্ষক)'

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন, ইলমে দ্বীনের কেমন সুউচ্চ শান যে, কিয়ামতের দিন আলিমদের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরে স্থান দান করা হবে। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, জ্ঞান হলো সাফল্যের ভিত্তি এবং দ্বীনের কুতুব বা রক্ষক।

জ্ঞান (ইলম) হলো জীবন এবং অজ্ঞতা হলো মৃত্যু

আলা হযরতের পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো পূর্ণতা ইলমে দ্বীন ব্যতীত অর্জন করা যায় না। এমনকি ইলমে দ্বীন ছাড়া ঈমানও অসম্পূর্ণ থাকে তাই ওলামাগণ বলেন: اَلۡعِلۡمُ بَابُ اللّٰہِ الۡاَقۡرَب অর্থাৎ জ্ঞান হলো আল্লাহ পাক এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছানোর সবচেয়ে নিকটতম দরজা وَالۡجَهۡلُ اَعۡظَمُ حِجَاب بَیۡنَکَ وَ بَیۡنَ اللّٰہ এবং অজ্ঞতা হলো তোমাদের ও আল্লাহ পাক এর মাঝে সবচেয়ে বড় হিজাব (পর্দা)।

মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরো বলেন, ইলম (জ্ঞান) হলো জীবন এবং জাহালত (অজ্ঞতা) হলো মৃত্যু। **(ফয়যানে ইলম ও উলামা , ৭-৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমে দ্বীন অর্জনের আকাঙ্ক্ষা নসীব করুক। আসুন ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্বলিত কিছু হাদীস শরীফ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি।

(১) এমন একটা সময় আসবে...!!

হযরত হাকীম বিন হিযাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে এমন একটা যুগ আসবে যখন ওলামা বেশি হবে এবং খুৎবা (অর্থাৎ বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনাকারী) কম, দানশীল বেশি এবং গ্রহীতা কম হবে, সেই যুগের আমল জ্ঞানের চেয়ে উত্তম। অতি সত্বর এমন যুগ আসবে, যখন ওলামা কম এবং খুৎবা (অর্থাৎ বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনাকারী) বেশি হবে। দানশীল কম এবং গ্রহীতা বেশি হবে। সে যুগে জ্ঞান শেখা আমল করার চেয়ে উত্তম হবে। **(মুজামু কবীর, ২/ ৩০৬, হাদীস: ৩০৪১)**

(২) ইলমে দ্বীন শেখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আমাদের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْبَحْرِ

অর্থাৎ ইলমে দ্বীন শেখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয এবং দ্বীনি শিক্ষার্থীর জন্য প্রত্যেক বস্তু এমনকি সমুদ্রের মাছও মাগফিরাতের দোয়া করে। **(জামে সাগীর, ৩২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫২৬৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন শেখার কতোইনা মহান বরকত আছে যে, দ্বীনী শিক্ষার্থী তার কাজে মশগুল থাকে, জ্ঞানার্জন করতে

থাকে, দ্বীনি কিতাবপত্র পড়ে, কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ শেখে আর দুনিয়ার সকল কিছু এমনকি সমুদ্রের মাছও তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। এটা কেমন সৌভাগ্য...!! سُبْحٰنَ الله!

কোন ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা ফরয...?

হে আশিকানে রাসূল! এখন আমরা যে হাদীস শরীফ শুনলাম তাতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই হাদীস দ্বারা কোন ইলম উদ্দেশ্য? শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন, এই হাদীস শরীফে স্কুল কলেজের প্রচলিত দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নয় বরং প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন উদ্দেশ্য। তাই ✲ সর্বপ্রথম ইসলামী আক্বীদা শেখা ফরয ✲ এরপর নামাযের ফরয সমূহ, শর্তাবলি, মুফসিদাত (অর্থাৎ নামায কিভাবে শুদ্ধ হয় এবং কীভাবে ভঙ্গ হয় তা শেখা) ✲ অতঃপর রমযানুল মুবারাকের শুভাগমন হলে যার উপর রোজা ফরয তার প্রয়োজনীয় মাসআলা সমূহ শেখা। ✲ যার উপর যাকাত ফরয তার যাকাতের জরুরী মাসআলা ✲ এভাবে হজ্ব ফরয হলে হজ্বের, ✲ বিবাহ করতে চাইলে বিবাহের, ✲ ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসার, ✲ ক্রেতার জন্য ক্রয়ের ✲ চাকুরীজীবী এবং নিয়োগকারীর জন্য বেতন সংক্রান্ত ✲ সর্বোপরি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, মুসলমান পুরুষ ও মহিলার উপর তার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী মাসআলা শেখা ফরযে আইন। ✲ তেমনিভাবে প্রত্যেকের জন্য হালাল হারামের মাসআলা শেখা ফরয। ✲ মাসায়িলে ক্বলব (বাতেনী মাসআলা) অর্থাৎ, বাতেনী ফরযসমূহ যেমন- বিনয়, ইখলাস, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি এবং এগুলো অর্জনের পদ্ধতি। ✲ একইভাবে, বাতেনী গুনাহ যেমন,

অহংকার, লৌকিকতা, হিংসা, কুধারণা, শত্রুতা, বিদ্বেষ ইত্যাদি এবং এগুলো দূর করার উপায় শেখাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। ✲ একইভাবে মুহলিকাত অর্থাৎ ধ্বংসে নিক্ষেপ করে এমন কাজ, যেমন- ওয়াদা ভঙ্গ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, কুদৃষ্টি, ধোঁকা, মুসলমানকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত সগীরা-কবীরা গুনাহ সংক্রান্ত জরুরী আহকাম শেখাও ফরয যেনো সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা যায়।

দুনিয়াবী জ্ঞান শিখার শর্তাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জনের প্রতি প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। অনেক মুসলমান তাদের পার্থিব ভবিষ্যৎ সাজানোর লক্ষ্যে দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করে এবং এর জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে। নিশ্চয়ই দুনিয়াবী জ্ঞান শিখার পার্থিব উপকারিতাও রয়েছে এবং দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনকে সাধারণভাবে নাজায়িয বলা যায় না। দুনিয়াবী জ্ঞান শিখার কিছু শর্ত আছে। সেগুলো পূরণ করা জরুরী। সায়্যিদী আলা হযত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, ✶ ঐ জ্ঞান যেখানে কুফরী বিশ্বাসের শিক্ষা আছে, সেগুলো পড়া হারাম। ✶ হ্যাঁ, জায়িয জ্ঞানসমূহ (যেগুলোতে ইসলামী আক্বাঈদ ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো কথা থাকবে না, সে সব জ্ঞানসমূহ) জায়িয চাকুরীর জন্য পড়া জায়িয। ✶ তবে সেগুলোতে এমনভাবে মশগুল না হওয়া উচিৎ, যার ফলে দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম শিখতে পারা না যায়। নতুবা ঐ দুনিয়াবী জ্ঞান, যা ফরয ইলমে দ্বীন শিখা থেকে বিরত রাখে, তা হারাম। ✶ তার সাথে এটাও জরুরী যে, যেনো নিজের দ্বীন ও চরিত্রের

উপর প্রভাব না পড়ে। ✶ ইসলামী আকাঈদ ও চেতনার উপর যেনো অটল থাকে এবং যেনো ইসলামী চালচলনের উপর স্থির থাকে। এসব শর্তাবলী পাওয়া গেলে জায়িয রিযিক হাসিলের উদ্দেশ্যে জায়িয দুনিয়াবী জ্ঞান শিখতে অসুবিধা নেই। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৭০৮-৭০৯)**

অপর এক জায়গায় তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে, তা অনুযায়ী শরয়ী আহকাম সম্পর্কে যেনো সে অবগত থাকে, এটা ফরযে আইন, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ইলম অর্জন করবে না; ততক্ষণ ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি (দুনিয়াবী জ্ঞান) শিখে সময় অপচয় করা জায়িয নেই।

(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/ ৬৪৭)

তাই যারা দুনিয়াবী জ্ঞান শিখে, তাদের উপর আবশ্যক হলো, যেনো প্রথমে প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিখা; শুধু ঐসব জ্ঞান অর্জন করা যেগুলো কুরআন হাদীস ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। যেসব জ্ঞানে দ্বীনের বিরুদ্ধে কথাবার্তা আছে, সেসব যেনো কখনো না পড়ে। এরই সাথে দুনিয়াবী জ্ঞান পড়ার সাথে সাথে ইসলামী আচরণ বিধি ও ইসলামী বহির্সজ্জা (যেমন, দাঁড়ি ইত্যাদি) বজায় রাখা, এই শর্তাবলী পাওয়া গেলে জায়িয দুনিয়াবী জ্ঞান শিখা বৈধ।

(১) আল্লাহ পাক যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, ইরশাদ করেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ পাক যার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন তাকে দ্বীনের বুঝশক্তি, উপলব্ধি দান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল ইলম, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭১)

(২) আলিমগণ নবীদের উত্তরসূরী

হযরত কাসীর বিন কাইস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সমীপে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এলো, সে বললো: হে আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আমি সেই হাদীসটি শুনার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছি। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, তুমি কি ব্যবসার জন্য আসো নি? সে বললো, না। তিনি বললেন, ব্যবসা ছাড়া (দামেশকে) অন্য কোনো কাজ আছে, যার জন্য তুমি এসেছো? সে বললো, না। (আমি তো শুধু হাদীসে রাসূল শুনার জন্য এতদূর থেকে উপস্থিত হয়েছি, এছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।) তা শুনে হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইলমে দ্বীন অর্জনের ফযীলত সম্বলিত বয়ান করতে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ এর সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, ✸ যে ইলমে (দ্বীন) শিখার জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ✸ নিশ্চয়ই ফিরিশতারা (দ্বীনি) শিক্ষার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেয়। ✸ নিশ্চয়ই জমিন ও আসমানের সমস্ত সৃষ্টি, এমনকি পানিতে থাকা মাছও (দ্বীনী) শিক্ষার্থীদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। ✸ নিশ্চয়ই ইবাদতকারীর উপর একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য তারকাদের উপর। ✸ নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীদের উত্তরসূরী। নিশ্চয়ই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام উত্তরাধিকার হিসেবে দিরহাম ও দিনার (অর্থ সম্পদ) রেখে যান নি, আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام

www.dawateislami.net

তো উত্তরাধিকার হিসেবে শুধু ইলম রেখে গিয়েছেন অতঃপর যে ইলমে (দ্বীন) অর্জন করেছে, সে বড় অংশ অর্জন করেছে। **(ইবনে মাযাহ, ৪৯ পৃষ্ঠা হাদীস ২২৩)**

ইলমে দ্বীনের চেয়ে বড় কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! দ্বীনী শিক্ষার্থীদের কতোইনা উঁচ্চ মর্যাদা! দ্বীনী শিক্ষার্থীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেয়া হয়, দ্বীনী শিক্ষার্থীদের জন্য ফিরিশতারা পাখা বিছিয়ে দেয়, দ্বীনী শিক্ষার্থীদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি, ফিরিশতা, বৃক্ষ, পাথর, পশু পাখি, দোয়া করে করে থাকে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত হলো, ওলামায়ে দ্বীন আম্বিয়ায়ে কিরাম এর উত্তরসূরী। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ গাযালী বলেন, যেভাবে নবুয়তের চেয়ে বড় কোনো মর্যাদা নেই, তেমনি নবুয়তের উত্তরাধিকার (অর্থাৎ দ্বীনি ইলম) এর চেয়ে বড় কোনো বিশেষত্ব নেই। **(ইহয়াউল উলুম অনুদিত ১/৪৫)**

(৩) ওলামাদের শ্রেষ্ঠত্ব এমন যেমন ...!!

তিরমিযি শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু উমামা বাহিলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন, প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একজন ইবাদতকারী ও একজন আলিমের কথা উল্লেখ করা হলো। এই প্রসঙ্গে صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى اَدْنَاكُم অর্থাৎ আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ইবাদতকারীর উপর এমনি যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে ছোট ব্যক্তির (অর্থাৎ সবচেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি) উপর। **(তিরমিযী ২৬৮৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামায়ে কিরামের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। একটু চিন্তা করুন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা কতো উর্ধ্বে, তিনি নবীদের তাজদার, ইমামুল আম্বিয়া আল্লাহ পাকের পর সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান যেই মহান সত্তার অর্জিত হয়েছে, সেই মহান সত্তা হলেন আমার ও আপনার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতো উঁচু মর্যাদাবান রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আলিমে (দ্বীনের) শ্রেষ্ঠত্ব ইবাদতকারীর উপর এমন, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব কম মর্যাদাবান উম্মতের উপর।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে সবচেয়ে কম মর্যাদাবান উম্মত কে? আর আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা তার উপর কতো? নিঃসন্দেহে তা তো ধারণা করতে পারবে না, তবে ওলামায়ে কিরাম মোটামুটি একটা ধারণা করেছেন, আলিমগণ বলেন, ★ সবচেয়ে কম মর্যাদাবান উম্মত হলো সে যার অন্তরে ঈমানের নূর তো আছে কিন্তু তার জীবন গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে, এটা হলো সর্বনিম্ন মর্যাদা। ★ অতঃপর, তার উপরে আছে মু'মিনে সালিহ অর্থাৎ নেককার মুসলমানের মর্যাদা ★ তার উপরে শহীদের মর্যাদা ★ তার উপরে মুত্তাকী পরহেজগারের মর্যাদা ★ মুত্তাকী পরহেজগার থেকে উপরে মুজতাহিদের মর্যাদা ★ মুজতাহিদের উপরে আওতাদ আছে ★ আওতাদের উপর আবদাল ★ আবদালের উপর কুতুব। ★ কুতুবের উপরে কুতুবুল আক্বতাব ★ কুতুবুল আক্বতাবের উপরে গাউছ ★ গাউছের উপরে গাউছুল আযম ★ এরপর একই ভাবে বেলায়তের বিভিন্ন মর্যাদাসমূহ আছে ★ ঐ সকল বেলায়তের মর্যাদাসমূহের সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা সাহাবীর ★ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে উঁচু মর্যাদা

www.dawateislami.net

আনসারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان'র ★ আনসারদের উপর মুহাজিরদের মর্যাদা ★ মুহাজিরদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা সিদ্দীক এর ★ সিদ্দীক এর উপরে নবী ★ নবীর উপরে রাসূল ★ রাসূলের উপরে উলুল আ'যম নবীগণ ★ উলুল আ'যম নবীদের মধ্যে উপরে হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর মর্যাদা। ★ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর উপরে সর্বশেষ নবী, উভয় জগতের রহমত, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা।

اَللهُ اَكۡبَر! হে আশিকানে রাসুল! ভাবুন! এটা শুধু একটি সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তা কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। শুধু সংক্ষিপ্ত ভাবে এসব মর্যাদাসমূহ দেখুন যে, আমাদের আকা ও মাওলা, প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন সর্বনিম্ন মর্যাদার উম্মতের উপর কতো বেশি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এখন হাদীস শরীফ শুনুন, তিনি ইরশাদ করেন, একজন আলিমে দ্বীন একজন ইবাদতকারীর উপর এমন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব একজন সর্বনিম্ন মর্যাদার উম্মতের উপর।

এটা হলো ওলামায়ে কিরামের শান! আল্লাহ পাক আমাদেরকে বা-আমল আলিমে দ্বীন হওয়ার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৪) ৭২ জন সিদ্দীকের সাওয়াব

হযরত উমামা বাহিলী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত। প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ইলম (দ্বীন) শিখার ও ইবাদত করার মধ্য দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলো, আর বড় হয়েও সেই একই অবস্থায়

www.dawateislami.net

রইলো, তাহলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ৭২ জন সিদ্দীকের সাওয়াব দান করবেন। **(জামে সগীর, ১৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩০০৪)**

(৫) ইলমে দ্বীন শিখা কেনো জরুরী?

হযরত মুয়ায বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইলম অর্জন করো! কেননা, ✶ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ইলম শেখা খোদাভীতি ✶ ইলমের সন্ধান করা ইবাদত ✶ ইলমের পুনরাবৃত্তি (অর্থাৎ, পড়া মুখস্ত করার জন্য বারবার পড়া) তাসবীহ ✶ অজ্ঞকে ইলম শিখানো সদকা। ✶ ইলমকে তার উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট ব্যয় করা নেকি ✶ ইলম হলো হালাল ও হারাম চেনার উপায় ✶ ইলম জান্নাতবাসীদের পথের চিহ্ন ✶ ইলম প্রশান্তির মাধ্যম ✶ ইলম সফরসঙ্গী। ✶ ইলম একাকীত্বের সঙ্গী ✶ ইলম অভাব ও প্রাচুর্যে পথ প্রদর্শক ✶ ইলম দুশমনের মোকাবিলায় হাতিয়ার ✶ ইলম বন্ধুদের নিকট সৌন্দর্য ✶ আল্লাহ পাক ইলমের মাধ্যমে জাতিকে সম্মান দান করেন ✶ আল্লাহ পাক ইলমের মাধ্যমে কোনো জাতিকে নেতৃত্বের আসনে বসান, পরে সবাই তার আনুগত্য করে ✶ আলিমদের রায়কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হয় ✶ ফিরিশতারা আলিমদের সাথে বন্ধুত্বে আগ্রহ রাখে ✶ আলিমদের জন্য সমস্ত জল ও স্থল, এমনকি সমুদ্রের মাছ, স্থলভাগের প্রাণী সবাই মাগফিরাতের দোয়া করে। ✶ ইলম হৃদয়ের জীবন ✶ ইলম অন্ধকারে চোখের আলো ✶ ইলমের মাধ্যমে বান্দা আউলিয়ায়ে কিরামের মর্যাদায় স্থলাভিষিক্ত হয় ✶ ইলম হলো আমলের ইমাম ✶ আমল ইলমের অনুসারী ✶ সৌভাগ্যবানদের অন্তরে ইলম প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় ✶ অন্যদিকে দূর্ভাগাদের ইলম থেকে বঞ্চিত করা হয়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল ইলম, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮)**

www.dawateislami.net

(৬) আলিমদের জন্য রিযিকের অদৃশ্য ব্যবস্থা

আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে বান্দা দ্বীনের বোধ ও উপলব্ধি অর্জন করে, তার দুঃখ দুর্দশার জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যার সম্পর্কে তার ধারণাও নাই। **(জামে বয়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, ১, /১৯৯, হাদীস ২১৬)**

سُبْحٰنَ الله!! হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উচিৎ যেনো আমরা সাহস করি। আমাদের নফস অলসতা করে, শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, এই দুটি আমাদের শত্রু এদের কথা শুনবেন না। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদের প্রতি মনযোগ দিন, ইলমে দ্বীন শেখায় লিপ্ত হয়ে যান দুঃখ আসবে, বিপদ আসবে। ত্যাগও স্বীকার করতে হতে পারে কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার না। اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাক এসব দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দান করবেন এবং রিযিকের ব্যবস্থাও এমন জায়গা থেকে করে দেবেন যে জায়গার ব্যাপারে আমরা কল্পনা ও ধারণা করতে পারবো না।

তৎকালীন বিচারক দ্বীনি শিক্ষার্থীদের থেকে ক্ষমা চাইলেন

হযরত আবুল হাসান ফক্বীহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত হাসান বিন সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খিদমতে হাজির থাকতাম, একবার তিনি বলেন, যখন আমার ইলমে দ্বীন শেখার আগ্রহ হলো তখন আমি যুবক ছিলাম, আমরা কিছু বন্ধু মিলে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য মিসরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। এখন আমাদের শিক্ষক অনুসন্ধানের পালা ছিলো অনেক খোঁজার পর আমরা সেই যুগের অনেক বড় মুহাদ্দিস সাহিবের কাছে পৌঁছাই তিনি আমাদের প্রতিদিন হাদীস লেখাতেন।

www.dawateislami.net

আমরা সব বন্ধু একটি মসজিদে থাকতাম, বিদেশে ছিলাম, দারিদ্র্যতা ছিলো, অভাব ছিলো আমাদের কেউ দুঃখ কষ্টগুলোর ব্যাপারে অবগত ছিলো না। আমরাও কারো সামনে কষ্টের কারণে কান্না করি নি। একবার এমন হলো যে, আমাদের কাছে যতো অর্থ ছিলো সব শেষ গেলো। অনাহারে দিন কাটানো শুরু হয়ে গেলো। এমনকি আমরা ৩ দিন ৩ রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিলাম, ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা বেড়ে গেলো, চলাফেরা কষ্টকর হয়ে গেলো।

হযরত হাসান বিন সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, ঐ ক্ষুধার্ত অবস্থা চতুর্থ দিনে এসে পৌঁছালো। তখন দুর্বলতা শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। তো, আমি মসজিদের একটি কোনায় গেলাম এবং নামায পড়া শুরু করলাম। নামাযের পর দোয়া করলাম। তখনো আমি দোয়া শেষ করি নি, মসজিদে এক যুবক প্রবেশ করলো, সে জিজ্ঞেস করলো - হাসান বিন সুফিয়ান কে? আমি বললাম, আমি! যুবক বললো, আমাদের শহরের বিচারক "তুলুন" আপনার জন্য খাবার পাঠিয়েছেন।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিচারক আমাদের ব্যাপারে কী ভাবে জানতে পেরেছে? সেই যুবক বললো- আমি খাদিম। আজ সকালে আমাকে আমাদের বিচারক ডাকলেন এবং বললেন- অমুক এলাকার অমুক মসজিদে যাও। সেখানে দ্বীনি শিক্ষার্থী আছে। তারা তিন দিন এবং তিন রাত পর্যন্ত ক্ষুধার্ত। তাদেরকে খাবার পৌঁছিয়ে দাও এবং কিছু অর্থও দিয়ে এসো! আর হ্যাঁ! আমার পক্ষ থেকে ক্ষমাও চেয়ে নিয়ো, আমি তাদের অবস্থার ব্যাপারে অবগত হতে পারি নি। আগামীকাল আমি নিজেই তাদের সমীপে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা চাইবো।

সেই যুবক বলে, শহরের বিচারকের এই কথা শুনে আমি অনেক অবাক হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, হুযুর! এই অনুগ্রহের কারণ কী? বিচারক বললো, রাতে আমি বিছানায় শয়ন করলাম চোখ বন্ধ করার কিছুক্ষণ পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক অশ্বারোহী তার হাতে একটি বর্শা, এই বর্শার অগ্রভাগ আমার দিকে তাক করে বললো- তাড়াতাড়ি ওঠো এবং হাসান বিন সুফিয়ান ও তার সাথীদের সাহায্য করো! তারা ইলমে দ্বীনের পথের মুসাফির, তারা তিন দিন তিন রাত ধরে ক্ষুধার্ত। তোমার শহরের অমুক এলাকার মসজিদে অবস্থান করছে। বিচারক বললো- আমি সেই অশ্বারোহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? বললো- আমি আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা এবং তোমাকে দ্বীনি শিক্ষার্থীদের এই অবস্থার ব্যাপারে অবগত করতে এসেছি এখন দেরি কোরো না, অতিসত্ত্বর তাদের খিদমতের ব্যবস্থা করো। এতটুকু বলার পর সেই অশ্বারোহী আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ১/ ১৮১-১৮৪ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য অদৃশ্য থেকে কেমন ব্যবস্থা হয়ে গেলো। তাই দারিদ্র্য, গরীবি ও অর্থসংকটের কারণে ভয় করবেন না। সাহস করুন এবং ইলমে দ্বীন শেখায় মশগুল হয়ে যান। اِنْ شَآءَ اللّٰه আল্লাহ পাক সহায় হবেন।

শিক্ষা বিভাগ:

জাতির ভাগ্য তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা দীক্ষার উপর নির্ভর করে, উন্নতি ও অবনতির অসংখ্য ঘটনা এই কথার প্রমাণ করে যে, যুগের নেতৃত্ব সেই জাতির হাতে ছিলো, যে জাতির তরুণ প্রজন্ম উত্তম চরিত্র ও চালচলনের অধিকারী ছিলো, যে জাতির তরুণ প্রজন্ম অহেতুক কাজকর্ম ও

খেলাধুলায় মত্ত ছিলো তারা পশ্চাদপদতায় হারিয়ে গেছে। আজ আমাদের অবস্থাও তেমনই। আমাদের তরুণ প্রজন্মও অবনতির শিকার। কেননা, আমাদে শিক্ষার মান, প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। সমস্ত সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মধ্যে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর বার্তা প্রচারের জন্য শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত লোকদের দাওয়াতে ইসলামীর সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপনের মাদানী মন মানসিকতা সৃষ্টি করা। এই বিভাগ কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও ছাত্রদের ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আলোয় আলোকিত করে তোলে। সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "নেক আমল" করার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে, ছাত্রাবাসে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা চালু করে সেই ভবিষ্যতের কারিগরদের দ্বীনি ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনের সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। اَلْحَمْدُلِلّٰه এখন পর্যন্ত অসংখ্য বেআমল শিক্ষার্থী গুনাহ থেকে তাওবা করে নামাযী এবং সুন্নাতী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

(৭) পঞ্চমজন হয়ো না

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী বাকরাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আলিম হও অথবা ইলম অন্বেষণকারী হও, ইলমে দ্বীন শ্রবণকারী হও অথবা ইলমে দ্বীনকে মুহাব্বাতকারী হও, পঞ্চমজন হয়ো না নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

(জামে বয়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্বলিহী, ১/ ১৫৮, হাদীস ১৫১)

www.dawateislami.net

(৮) মোজার উপর মাসেহ করার মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য সফর

হযরত ইবনে হুবাঈশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, "মুরাদ" গোত্রের এক সাহাবী হযরত সাফওয়ান বিন আসসাল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দরবারে ইলমে দ্বীন শিখার জন্য উপস্থিত হয়েছি। صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, মারহাবা! ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে সুস্বাগতম...! ফিরিশতারা ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের প্রতি খুশি হয়ে তাকে নিজেদের ডানা দিয়ে আচ্ছাদিত করে নেয়। একজন ফেরেশতা তার উপর নিজের ডানা দিয়ে ছায়া দেয়। আরেকজন ফেরেশতা প্রথম ফেরেশতার ডানার উপর নিজের ডানা দিয়ে ছায়া দেয়। এভাবে করতে করতে আসমান পর্যন্ত ফিরিশতারা একে অন্যের ডানার উপর নিজের ডানা বিছিয়ে দেয়।

ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীর এই ফযীলত বর্ণনা করার পর হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, কী শিখতে এসেছো? হযরত সাফওয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মক্কা মুকাররামা থেকে অবিরতভাবে সফর করে আপনার দরবারে মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য হাজির হয়েছি।

(জামে বয়ানুল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ১ /১৬৪, হাদীস ১৬২)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! ইলমে দ্বীনের প্রতি কেমন ভালোবাসা! শুধু একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য তিনি এতদূর সফর করে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم 'র আনন্দের ধরণও দেখুন! তিনি কেমন সুন্দরভাবে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানালেন এবং তাকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী ফযীলত শুনালেন।

www.dawateislami.net

(৯) ইলমে দ্বীনের বরকতে কবর আলোকিত হয়

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আল্লাহ পাক তার নবী হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর প্রতি ওহী করলেন: (হে মুসা!) কল্যাণের কথা সমূহ শিখ এবং মানুষদের শিখাও। নিশ্চয়ই আমি ইলম (দ্বীনের) শিক্ষাদানকারী এবং শিক্ষা গ্রহণকারীদের কবর আলোকিত করবো। কবরে তাদের একদম ভয় হবেনা। **(জামে বয়ানুল ইলমি ওয়া ফদ্বলিহি ১/২৪০, হাদীস ৩২৪)**

ইলমে দ্বীনের পথের বাধাসমূহ

হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করুন! ইলমে দ্বীনের কেমন ফযীলত। কিন্তু আফসোস! আমাদের অলসতা...! আমাদের নফস অলসতা করে, পরিশ্রম ও কষ্ট থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, কখনো সম্মান ও প্রসিদ্ধি অর্জনে ব্যস্ত রাখে, কখনো অর্থ সম্পদের লোভে নিক্ষিপ্ত করে, মনে কুমন্ত্রনা দেয় - যদি ইলমে দ্বীন অর্জনে লেগে পড়ি তাহলে উপার্জন করবো কীভাবে? কোথা থেকে খাবো? এতো বড় ব্যবসা, সময় কীভাবে বের করবো? দোকান ছাড়তে পারবোনা, চাকুরী করার পর সময় পাই না। এগুলো ছাড়াও নানাধরণের কুমন্ত্রণা দিয়ে অভিশপ্ত শয়তান আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের সম্পদ অর্জন করা থেকে বঞ্চিত করে।

শয়তান দ্বীনি শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় শত্রু

মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব মালফুযাতে আলা হযরতে আছে: আসরের নামাযের পর শয়তানরা সমুদ্রে একত্রিত হয়, ইবলিসের আসন বসানো হয়, শয়তানদের কাজের হিসাব পেশ হয়। কেউ বলে- সে এতো জনকে মদ পান করিয়েছে, কেউ বলে- সে এতোজনকে

www.dawateislami.net

কুকর্ম করিয়েছে। (শয়তান) সবার কথা শোনে। কেউ বললো, আমি অমুক (দ্বীনী) শিক্ষার্থীকে পড়াশোনা থেকে বিরত রেখেছি। (শয়তান তা) শুনতেই আসন থেকে লাফিয়ে উঠলো এবং তাকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো اَنْتَ اَنْتَ (অর্থাৎ) তুমি (অসাধারণ) কাজ করেছো। বাকি শয়তানরা এই অবস্থা দেখে হিংসায় জ্বলতে লাগলো যে, তারা এতো বড় বড় কাজ করলো, তাদেরকে কিছু বললো না। অথচ এই (শয়তানের শিষ্য) কে (দ্বীনি শিক্ষার্থীকে শুধু একদিন পড়া থেকে বিরত রাখায়) এতো বাহবা দিলো। ইবলিস বললো, তোমরা জানো না, যা কিছু তোমরা করেছো সবকিছু এরই (ইলমে দ্বীন পড়া থেকে বাধাদানকারীর) অনুগ্রহ। যদি (দ্বীনি) ইলম থাকতো, তাহলে (তারা) গুনাহ করতো না। **(মলফূযাতে আলা হযরত ৩৫৬)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বোঝা গেলো শয়তানের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হলো মুসলমানদের ইলমে দ্বীন থেকে বিরত রাখা। যদি মুসলমান ইলমে দ্বীন শেখা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অনেক কষ্টকর হবে। তাই আমাদের উচিৎ ইলমে দ্বীন অর্জন করা। এতে কোনো প্রকার অলসতা না করা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমে দ্বীমের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দাওয়াতে ইসলামী এবং ইলমে দ্বীনের প্রসার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ইলমে দ্বীনের আলো সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টারত রয়েছে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে হাজারো জামিয়াতুল মদীনা চলমান যেখানে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের আলাদা ক্যাম্পাসে দরসে

নিযামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) করানো হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামিয়াতুল মদীনায় তাফসীর, উসুলে তাফসীর, ইলমে হাদীস ও উসুলে হাদীস, ইলমে ফিক্বহ ও উসুলে ফিক্বহ, ইলমে কালাম, আরবি ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইলম যেমন- ইলমে নাহু, ইলমে সরফ, ইলমে বয়ান, ইলমে বাদী', ইলমে মাআনী ইত্যাদি প্রায় ১৫টি বিষয়ের ইলম শেখানো হয়। বর্তমানে আল্লাহর দয়া এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কৃপাদৃষ্টিতে দাওয়াতে ইসলামীর নিজস্ব শিক্ষাবোর্ড "কানযুল মাদারিস" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জামিয়াতুল মদীনার পরীক্ষাসমূহ "কানযুল মাদারিস" এর অধীনে নেয়া হয় এবং ইসলামিক স্টাডিজে M.A. ডিগ্রীও দেয়া হয়।

জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি চলমান রয়েছে। জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি হোন। আপনার ছেলে মেয়েদের ভর্তি করান। আপনার নিকটাত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে এই মন মানসিকতা তৈরী করুন, তাদেরকেও জামিয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন। ইলমে দ্বীন শিখুন এবং দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত হয়ে যান। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বা-আমল আলিম হয়ে অপরকে (আলিম দ্বীন) বানানোর তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২ দ্বীনি কাজের মধ্য হতে একটি দ্বীনি কাজ: সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা

হে আশিকানে রাসূল! মাদানী মুযাকারাও ইলমে দ্বীন শেখার একটি সহজ পদ্ধতি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতি শনিবার ইশার নামাজের পর মাদানী চ্যানেলে

www.dawateislami.net

সরাসরি (ষরাব) মাদানী মুযাকারায় অংশ নেন। অর্থাৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশিকানে রাসূলদের জিজ্ঞেস করা প্রশ্নাবলীর ইলম ও হিকমত পরিপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।

সপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ইউনিট ভিত্তিক ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি কাজ। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে, আউলিয়ায়ে কিরামের ফয়েয, অন্তর ইশকে রাসূল বৃদ্ধি করতে, ইলমে দ্বীনের নূরে সুসজ্জিত হতে, এবং নেক-নামাযী হবার জন্য মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন এবং অসংখ্য নেকি অর্জন করুন! আসুন উৎসাহ গ্রহনার্থে মাদানী মুযাকারার একটি মাদানী বাহার শুনি -

সন্তানও নামাযী হয়ে গেলো

তালা গাঙ্গ তহশিল (চাকওয়াল জেলা, পাঞ্জাব প্রদেশ) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আগে আমি সমাজের অত্যন্ত নষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষ ছিলাম। সিগারেট, গাঁজা, মদ যা পেতাম তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতাম। একবার আমার উপর দয়া হলো আর আমি রমযানুল মুবারকের রোজা রাখতে শুরু করলাম। প্রতিদিন রাতে মাদানী চ্যানেলে মাদানী মুযাকারা দেখারও সৌভাগ্য অর্জিত হলো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রজ্ঞাময় কথাগুলো আমার অন্তরে এমন প্রভাব ফেললো যে, আমার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো। اَلْحَمْدُلِلّٰه আমি গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিলাম এবং চেহারা দাঁড়ি শরীফ দিয়ে সাজিয়ে নিলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামায়াত সহকারে আদায় করতে শুরু করলাম। আমাকে নামাজ পড়তে দেখে আমার ১২ বছর বয়সী ছেলে এবং ১০ বছর বয়সী মেয়েও নামাজ পড়া শুরু করলো।

ছেলে তো জামায়াত সহকারে নামাজ আদায়ের জন্য আমার সাথে মসজিদে যায়। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা ৭২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা বয়ানের শেষের দিকে চলে এসেছি। আসুন, সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু জীবনযাপনের আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ, যে আমার সুন্নাত কে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো এবং যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, ১/ ৫৫, হাদীস ১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মেঁ পড়োসী মুঝে তুম আপনা বনানা।

ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলম শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দু'টি বাণী শুনুন। তিনি ইরশাদ করেন:

(১) যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে কোনো পথে চলে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। **(মুসলিম, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং. ৬৮৫৩)**

(২) যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে ঘর থেকে বের হয়, ফিরিশতা তার সেই আমলের প্রতি খুশি হয়ে তার জন্য নিজের পাখা বিছিয়ে দেয়। **(তাবরানী কাবীর, ৫৫/৮, হাদীস নং: ৩৫০)**

★ ইলম অর্জনের জন্য সফর করা বুযুর্গানে দ্বীনের সুন্নাত। **(৪০ ফারামীনে মুস্তাফা, ২৩ পৃষ্ঠা)** ★ ইলম অর্জনের জন্য প্রশ্ন করা নিশ্চয়ই ফযীলতের

www.dawateislami.net

কারণ, তবে প্রশ্ন করার আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী। **(ফয়যানে দাতা আলী হাজভীরী, ১৩ পৃষ্ঠা)** ★ ইলম হলো ভান্ডার, প্রশ্ন তার চাবি। **(আল ফিরদাউস বিমাসূরিল খিতাব, ২/৮০, হাদীস নং ৪০১১)** ★ ইলম অর্জনের জন্য প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করা উচিৎ নয়। **(আ'রাবী কে সাওয়ালাত আওর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৮ পৃষ্ঠা)** ★ তোষামোদ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট নয়, কিন্তু ইলম অর্জনের জন্য করা যাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২২৪, হাদীস নং ৪৮৬৩)

ঘোষণা

ইলমে দ্বীন শিখার বাকী মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد